ভালোবাসার দিবসে
কি পরবেন, কীভাবে সাজবেন

দিনটি ভালোবাসার, তাই ভালোবাসার মানুষটির সাথে দেখা হবে নিশ্চয়। এই বিশেষ দিনে বিশেষ মানুষটির সামনে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে চাইবে মন। যাদের ভালোবাসার মানুষ নেই অথবা ভালোবাসার মানুষটির সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই তারও ইচ্ছে করবে এই দিনটিতে নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে। আপনার বয়স এবং ব্যক্তিত্বের সাথে মানিয়ে যায় এমন সাজগোজই আপনার করা উচিত। কিন্তু কিভাবে সাজবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। তাই এবার আমরা এই আয়োজনটি করেছি আপনারই জন্য। দেখে নিন দেশ সেরা বিউটি এক্সপার্টগণ আপনাকে কোন ভালোবাসার রঙে সাজতে বলছেন। কোন রঙ আপনাকে রঙিন করবে আপন মহীমায়....

পরামর্শ দিয়েছেনপারসোনার কর্ণধার হেয়ার ও বিউটি এক্সপার্ট কানিজ আলমাস খান, এলিগেন্টস হেয়ার এন্ড বিউটির বিউটি এক্সপার্ট নিপা মাহবুব এবং বিথিস হারবালের বিথি চৌধুরী।

ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ও চাকরিজীবী মহিলা নিজের মুখশ্রীতে বয়ে আনতে চান ভালোবাসার স্বচ্ছতা, রূপচর্চায় ফুটিয়ে তুলতে চান নতুনত্ব। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের আগের দিন পহেলা ফাল্গুন। সব মিলিয়ে অন্য রকম একটা সাজ। যে কারণে প্রেমিকের চোখে সহজেই আপনি হয়ে উঠবেন তিলোত্তমা। নিজেকে সাজাবার আগে মনে রাখতে হবে, আপনি কখন বাইরে বের হবেন, কি ধরনের ও কি রঙের পোশাক আপনাকে মানাবে, কীভাবে মেকআপ করবেন, চুলের সাজ কি ধরনের করবেন, সব মিলিয়ে আপনাকে কেমন লাগবে।

টিনএজদের কথা বলতেই মাথায় চলে আসে চলতি ট্রেন্ডের পোশাক, যা হবে ডিপ কালার। অবশ্যই থাকবে সঙ্গে ফাংকি অর্নামেন্টস, হালকা সাজসজ্জা ও চুলে থাকবে বিভিন্ন রঙের অস্থায়ী হেয়ার কালার।

ভালোবাসার রঙ আসলে কি তা নিয়ে বিতর্ক আছে, থাকবেও। বিউটিশিয়ান কানিজ আলমাস খান ও নিপা মাহবুব বললেন, 'ভালোবাসার রঙ যেহেতু লাল, সে কারণে ইয়াং জেনারেশন লাল রঙটাকে বেশি প্রাধান্য দিতে পারে।'

কানিজ আলমাস খান আরো বললেন, 'লাল রঙ ছাড়াও কমলা রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। যারা শাড়ি পরবেন তারা যেকোনো ধরনের লাল রঙের কম্বিনেশনে যে কোনো মেটেরিয়ালের কাজ করা শাড়ি পরতে পারেন। টিনএজরা জিনস্ ও বেল্টবটম প্যান্টের সঙ্গে কালারফুল ফতুয়া, কোট, জ্যাকেট পরলে ভালো লাগবে। সঙ্গে মানানসই জুতা ও ব্যাগ ব্যবহার করুন। গোল্ডেন বা সিলভার রঙ অথবা মেটেরিয়ালের কোনো পোশাক ভ্যালেন্টাইনস ডে'তে মানাবে না।'

বিথি চৌধুরীর বক্তব্য, ভালোবাসার রঙ নীল। তাই 'পোশাকে থাকবে নীলের আধিক্য। সকালে হালকা নীল, রাতে গাঢ় নীল। সেটা হতে পারে সুতি বা সিল্কের শাড়ি। টিনএজাররা চলতি ট্রেন্ডের শর্ট

ভালোবাসা দিবসে
এলিগেন্সের সারপ্রাইজ অফার

ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসার মানুষটির সামনে কোন সাজে যাবেন ভেবে পাচ্ছেন না? আপনার সমাধান হয়ে যেতে পারে যদি আপনি চলে যান এলিগেন্স হেয়ার এন্ড বিউটিতে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রী এবং কর্মজীবী নারীদের জন্য ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে সারপ্রাইজ প্যাকেজ আয়োজন করেছে এলিগেন্স। ঘুরে এলেই বুঝতে পারবেন কী সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

কামিজ, ফতুয়া এবং জিন্স পরতে পারে।'

গহনা ছাড়া সাজসজ্জায় তেমন পূর্ণতা থাকে না। আপনি যদি সকালে ওয়েস্টার্ন আউট ফিট বা সালোয়ার-কামিজ পরতে চান, এর সঙ্গে কোনো ধরনের ভারী গহনা না পরাই ভালো- পরামর্শ দিলেন কানিজ আলমাস খান।

গহনা হিসেবে ব্যবহার করুন বিটস, কাঠ বা স্টোনের হালকা ধরনের অর্নামেন্টস। যারা শাড়ি পরতে চান, তারা তাঁতের শাড়ির সঙ্গে মাটির গহনা ব্যবহার করুন, সঙ্গে চুড়ি ও ব্রেসলেট হতে পারে, সেটা সুতোর বা লেদারের ব্যবহার করতে পারেন।'

নববিবাহিতদের কাছে ভ্যালেন্টাইন'স ডে ঈদের সমতুল্য বলে অভিমত দিলেন এলিগেন্টসের কর্ণধার নিপা মাহবুব। এদের জন্য তার পরামর্শ, নববিবাহিতা পরতে পারেন ডিপ কালারের শাড়ি, সেটা সিল্ক বা সিনথেটিক। পোশাকের সঙ্গে মানানসই গহনা, ম্যাচিং করে আইশ্যাডো, ব্লাশন, মাশকারা, লিপ গ্লস, কাজল, চুড়ি ও টিপ।

সেই সঙ্গে সুগন্ধি পারফিউম লাগালে মন্দ হয় না।

মেকআপ ব্যবহার নিয়ে কানিজ আলমাস জানালেন, শীতে দিনের বেলায় খুব বেশি মেকআপ করার প্রয়োজন নেই। উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও মসৃণ ত্বকে মেকআপ দীর্ঘস্থায়ী ও সুন্দর হয়। ত্বকভেদে মেকআপ করার আগে মুখ পরিষ্কারের প্রস্তুতি রয়েছে। শুষ্ক, তৈলাক্ত ও মিশ্র ত্বকে বিভিন্নভাবে উজ্জ্বলতা আনা যায়। প্রথমে আগে মুখটা ভালোভাবে পরিষ্কার করুন ক্লিনজার ও টোনার দিয়ে। এরপর তৈলাক্ত ত্বক হলে ওয়াটার বেস ফাউন্ডেশন আর স্বাভাবিক ত্বকের জন্য ফেস পাউডার ব্যবহার করুন। অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ক্রিম ব্যবহার করবেন। চোখের ওপর হালকা রঙের আইশ্যাডো, আইলাইনার লাগান। চোখের নিচে অপেক্ষাকৃত বড় চোখে চিকন করে ও ছোট চোখে মোটা করে টেনে কাজল করুন। ঠোঁটের ওপর লিপ পেন্সিল দিয়ে আউট লাইন করুন, পরে লিপ গ্লস হালকা করে লাগান।

বিথি চৌধুরীর মতে, যারা কাজল পরতে চান না তারা চোখের নিচে ব্রাউন পেন্সিল দিয়ে টেনে দিলে তাতে চোখের সাজে সফট লুক দেবে।

মুখমন্ডলের পাশাপাশি হাত ও পায়ের যত্নও নিতে হবে। আগেই পেডিকিউর ও ম্যানিকিউর করুন। ময়েশ্চারাইজার যুক্ত লোশন ব্যবহার করুন। বের হওয়ার আগে সানস্ক্রিন লোশনও ব্যবহার করুন। নখে ম্যাচ করে নেইলপলিশ দিন। এতে করে আপনার চেহারায় ফুটে উঠবে ভালোবাসার সজীবতা, আপনার সঙ্গী অতি সহজেই আকৃষ্ট হবে ।

চুলে ব্লোডাইয়ের টেম্পরারি আয়রন করা যেতে পারে। এটা নিপা মাহবুব এবং বিথি চৌধুরীর মত। তবে হেয়ার এক্সপার্ট কানিজ আলমাস বললেন, 'মাথায় অতিরিক্ত ফুল ব্যবহার না করলে ভালো লাগবে। চুলের ধরন ও দৈর্ঘ্য যে রকম ও যতটুকুই হোক না কেন, চুলকে ভালো কোনো শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করে ব্লো ড্রাই করে

খোলা রাখতে পারেন। এখন অনেকেই চুলে অস্থায়ী হেয়ার কালার ব্যবহার করেন। সেটাও ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে আপনি ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পারেন। আজকাল জনপ্রিয়তা পেয়েছে রেড, ব্লন্ড, অ্যাস ও পারপেল হেয়ার কালার। তবে খুব যত্নসহকারে হেয়ার কালার ব্যবহার করতে হবে যেন

ছড়িয়ে না যায়। সম্পূর্ণ চুলে করার দরকার নেই। সামনে ও পেছনের কয়েকটা চুলে করলেই ভালো লাগবে। পরে শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। সব শেষে যেকোনো ভালো ব্র্যান্ডের হালকা সুগন্ধযুক্ত পারফিউম ব্যবহার করুন। রাতে একটু কড়া পারফিউম ব্যবহার করতে পারেন। দিনের বেলা সানগ্লাস অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে বের হবেন।'

কীভাবে মেকআপ করবেন

■ প্রথমে দু'চোখের নিচে এবং মুখের দু'পাশের রেখায় উপর কনসেলার লাগান এবং মুখমন্ডলের যে জায়গায় দাগ রয়েছে তার ওপর

রূপচর্চার টিপস

১. রাতে ঘুমাবার আগে আই-ভ্রূ প্লাগ করুন। এতে ভ্রূ তোলার পর যে লালচে দাগ হয় তা সারা রাতের মধ্যে মিলিয়ে যাবে।

২. গোসলের ঠিক পরপরই পারফিউম বা সুগন্ধী লাগাবেন। তাহলে তা শরীরে সতেজতা আনবে এবং অনেক্ষেণ স্থায়ী হবে।

৩. সকালে বেড়াতে বের হলে যদি শ্যাম্পু করা সম্ভব না হয়, তাহলে আগের দিনই এ কাজটা সেরে ফেলুন। শ্যাম্পু করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন মাথা পুরোপুরি পরিষ্কার হয় এবং ধুয়ে ফেলার পর চুলে যেন শ্যাম্পু না থাকে। আর অবশ্যই শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ব্যবহার করবেন যদি চুলে আরোও সিল্কিভাব আনতে চান তাহলে আগের দিন হেয়ার ম্যাসেজ করিয়ে নিতে পারেন বিভিন্ন বিউটি পার্লার থেকে। আর তা সম্ভব না হলে ঘরে বসেই ইষদুষ্ণ তেল দিয়ে নিজেই মাথায় ম্যাসেজ করে নিতে পারেন।

৪. নখ শক্ত এবং সুদৃঢ় করতে এবং হাতের ত্বক আর্দ্র করতে হলে এক কাপ ইষদুষ্ণ দুধে হাত দু'টি ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। দুধে শুধু ল্যাকটিকএসিডই নেই, এতে আলফা-হাইড্রোলিক এসিডও বিদ্যমান, যা ত্বকের মরা চামড়া তুলে ফেলে এবং এর ক্যালসিয়াম ভঙ্গুর ও দুর্বল নখ শক্ত রাখে।

৫. সম্ভব হলে হাত এবং পায়ের যত্নের জন্য মেনিকিউর ও পেডিকিউর করতে পারেন।

৬. নখে নেইলপলিশ লাগাতে চাইলে আগের দিন রাতেই লাগিয়ে ফেলুন।

৭. শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, জিন্স-ফতুয়া যে পোশাকই পরুন না কেন, এর সঙ্গে মানানসই গহনা বা অলঙ্কার আগের রাতেই পছন্দমত গুছিয়ে রাখুন।

৮. একটি মাসকারা-৩-৪ মাসের বেশি ব্যবহার করবেন না।

৯. মাসকারা লাগানোর পর অবশ্যই আইল্যাশ ব্রাশ ব্যবহার করবেন।

১০. মেকআপের জন্য ব্যবহৃত ব্রাশ, ফোম, টিস্যু ইত্যাদি আলাদাভাবে রাখবেন এবং ব্যবহারের পর ধুয়ে শুকিয়ে রাখবেন।

১১. পেন্সিলের শেড চুল ও ত্বকের রঙ অনুযায়ী মানানসই হতে হবে।

১২. নেইলপলিশ ব্যবহারের আগে বেইজ কোট ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

১৩. লিপস্টিকের শেড বুঝে লিপলাইনার দিয়ে ঠোঁট আঁকতে হবে।

১৪. চুলে পার্মানেন্টলি হেয়ার ডাই করা থাকলে সে অবস্থায় চুল পার্ম বা স্ট্রেইট করবেন না। তাতে চুল ঝরেও যেতে পারে।

১৫. হেয়ার ম্যাসেজ নিজেই করতে চাইলে আঙুলের ডগা দিয়ে কুসুম গরম তেল মাথায় চামড়ায় মৃদুভাবে ম্যাসাজ করুন। এ ক্ষেত্রে হারবাল অয়েল ব্যবহার করাটাই ভালো হবে।

কনসেলার স্টিক দিয়ে একটু পুরু করে লাগিয়ে বেসটা ঠিক করে নিন।

■ এরপর বেসমেকাপ এর ওপর নিজের গায়ের রং এর তুলনায় এক শেড হালকা ফাউন্ডেশন ব্যবহার করুন। এক্ষেত্রে হাতের আঙুলের ডগার সাহায্যে কপাল, নাক, গাল এবং থুতনি, গলায় ফাউন্ডেশন দিয়ে হালকাভাবে ঘাড়সহ পুরো মুখমন্ডলে লাগিয়ে নিন।

■ এরপর পুরো মুখমন্ডলে লুজ পাউডার বুলিয়ে নিন। সবচেয়ে ভালো যদি পরিষ্কার তুলোর সাহায্যে পাউডার দেয়া যায়। আর অতিরিক্ত পাউডারগুলোও তুলোর সাহায্যেই ঝেড়ে ফেলতে হবে।

■ এরপর আসে চোখ সাজানোর পালা। প্রথমে চোখে হাইলাইটার লাগাতে হবে। হাইলাইটার সাদা, ধূসর, সোনালী, রূপালী ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায়। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়েই হাইলাইটার ব্যবহার করা উচিত। তবে সাধারণত তুলির সাহায্যে ভ্রূর নিচের হাড়ের ওপরই হাইলাইটার লাগানো হয়।

■ এরপর চোখের পাতায় আইশ্যাডো লাগান। পোশাকের রঙের সঙ্গে মিল রেখে আইশ্যাডো লাগাবেন। চোখের গভীরতা বাড়াতে গাঢ় রঙের আইশ্যাডো লাগান। আইশ্যাডো লোশন বা ক্রিমের আকারে হলে আঙুলের ডগা দিয়ে আর পাউডারের আকারে হলে ব্রাশ ব্যবহার করবেন। আইশ্যাডো ব্রাশ ব্যবহারের আগে ও পরে অবশ্যই মুছে পরিষ্কার করে রাখবেন যাতে ধুলোবালি লেগে না থাকে।

■ চোখে কাজল দিলে কাজল পেন্সিলটির মুল সরু করে রাখুন। এবং চোকের নিচের পাতায় বুলিয়ে নিন। আর আই লাইনার ব্যবহার করলে সরুভাবে চোখের পাপড়ি ঘেঁষে চোখের ওপরের পাতায় এঁকে নিন।

■ কালো বা ব্রাউন দুই রংঙের আই ভ্রূ ব্যবহার করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন আই ভ্রূ পেন্সিল দিয়ে সরাসরি আই ভ্রূ'র চামড়ার ওপর আঁকবেন না। আই ভ্রূর পাপড়ির উপর হালকাভাবে আই ভ্রূ পেন্সিল আঁকবেন।

■ মাসকারা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কালো রঙের মাসকারার প্রচলনই বেশি। প্রথমে দু' চোখের পাপড়িতে মাসকারা লাগান এবং শুকানোর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। এরপর আবার আর এক প্রলেপ মাসকারা চোখে লাগান। এতে চোখের পাতা অনেক ঘন দেখাবে। আর অতিরিক্ত বাড়তি মাসকারা একটি টিস্যুর সাহায্যে চাপ দিয়ে আলতোভাবে তুলে ফেলুন। মাসকারা শুকিয়ে গেলে সবশেষে ল্যাশ ব্রাশ দিয়ে বা মাশকারার তুলির সঙ্গে যে ছোট্ট চিরুনীটি থাকে তা দিয়ে আঁচড়ে ফেলুন। এতে চোখের পাপড়িগুলো একটা অন্যটার সঙ্গে লেগে না থেকে, আলাদা থাকবে।

■ মুখমন্ডল ও চোখের মেকআপ শেষ হলে চোখের মেকআপ-এর দিকে লক্ষ্য রেখে ব্লাসন ব্রাসের সাহায্যে গালের উঁচু হাড়ের লাগাতে হবে।

■ সবশেষে লিপস্টিক লাগাতে হলে প্রথমে ঠোঁটে ফাউন্ডেশন লাগাতে হবে, এরপর লিপ লাইনার দিয়ে ঠোঁটের চারপাশ এঁকে নিতে হবে। এরপর একটি ব্রাশের সাহায্যে পুরো ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে নিন। আর যদি লিপস্টিক দীর্ঘস্থায়ী করতে চান তাহলে একটি প্রলেপ দেবার পর ঠোঁটের ওপর একটু পাউডার আবার লিপস্টিকের আর একটি প্রলেপ দিন। লিপগ্লস ব্যবহার করতে চাইলে সবশেষে এর ওপর লিপগ্লস ব্যবহার করতে পারেন।

রুমানা জামান / নাজিয়া হাসান